Key words:
Love
Affection
Attention
Protection

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

24 May 2024 / 15 Zulkaedah 1445H

সন্তান-সন্ততিঃ আস্থা ও কৃতজ্ঞতাবোধের মধ্যস্থিত এক বোধ

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مَكَارِمَ الأَخلاَقِ عُنوَانَ أَهْلِ العِرفَانِ، وَجَعَلَ حُسْنَ الخُلُقِ أَفْضَلَ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الرَّؤُوفُ المَنَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ أَرسَلَهُ اللهُ إِلَى سَائِرِ الإِنسِ وَالجَآنِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُم لِأَهْلِ الأَرضِ مَنبَعُ الرَّحْمَةِ وَالأَمَانِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। আসুন আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মন প্রাণের মধ্যে তাকওয়ার বীজ বপন করি। এই তাকওয়ার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ সুহানাহু তা'আলা যেন আমাদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি, ভালবাসা ও করুণার সংমিশ্রণে একটি মধুর পারিবারিক রহমত দান করেন।

আমীন!ইয়া রাব্বাল আলামীন!

উপস্থিত সুধী, আমরা গত সপ্তাহের খুতবায়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান কিভাবে হলে তা একটি সুখী মুসলিম পরিবার গড়ে তুলতে পারবে, তার শিল্পকর্মের ওপর আলোকপাত করেছি। আজ, আমি আপনাদেরকে পিতা মাতা হিসাবে সন্তানদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনে আমাদের পিতামাতা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কি সেই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব। কারণ আমাদের সন্তানেরাই হবে মুসলিম জাহানের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

বাবা-মা অনেকটা কৃষকের মত যারা আবাদ করেন ক্ষেতের শস্য ফসল। মানুষের জন্য এই বীজ উত্তম ফলদায়ক হওয়ার জন্য প্রয়োজন এর যত্ন নেয়া ও যথেষ্ট পানি সেচন করা।

একইভাবে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার পক্ষ থেকে পাওয়া এই ছেলেমেয়েদের কিভাবে বড় করা হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে বাবামায়ের ওপর। এই ছেলেমেয়েরা আসলে কি চায়, আমরা কি কখনও তা জিগ্যেস করেছি? এর উত্তর হল, তারা চায় তাদেরকে যেন আমরা গুরুত্ব দেই আর চায় আমাদের ভালবাসা। এখন আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কি ধরণের গুরুত্ব এবং ভালবাসা চায়? এর উত্তর আমরা গত সপ্তাহে যা আলোচনা করেছি,

তা হল, কার্যকরী উপায়ে ভাবের আদান প্রদান করা । বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যে একটি খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ সন্তান-সন্ততি পছন্দ করে।

আমরা সকলেই বোধহয় আমাদের নবী করিম (সঃ) এর সেই গল্পটি শুনেছি যেখানে তিনি তাঁর নাতী সাইয়্যেদেনা হাসান (রাঃ) এর গালে চুম্বন এঁকে দিয়েছিলেন। দৃশ্যটি দেখেছিলেন হাবিস বিন আকরা নামে জনৈক ভদ্রলোক যিনি নবীজীকে সেই সময় বলেছিলেন, "আমার দশজন সন্তান-সন্ততি রয়েছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে এমন চুম্বন এঁকে দেই নাই। জবাবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন;

مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ

অর্থঃ যে অন্যের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে না, তার প্রতিও কখনও করুণা প্রদর্শন করা হবে না।"

দেখুন, সম্মানিত ভাইয়েরা, আমাদের প্রিয় নবীজীও তাঁর এই চুম্বন প্রদানের মধ্য দিয়ে ছোটদের প্রতি "আমি তোমাকে ভালবাসি" এই বার্তা প্রদান করেছিলেন। আমি আবারও আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমাদেরকে বুঝতে হবে এই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছ থেকে কি ধরণের ভালবাসা প্রত্যাশা করে? এটি কি একটি চুম্বন? একবার একটু আদর করে জড়িয়ে ধরা? নাকি তাদের সঙ্গে একটি উন্নত মানের সময় কাটানোর প্রত্যাশা? নাকি আরো অন্য কিছু?

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের সন্তানেরা হলো আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রদত্ত একটি উপহার এবং এই বিশেষ উপহারটিকে ঠিকমত রাখতে পারাটা আমাদের জন্য এক ধরণের কর্তব্যও বটে! বিশ্বাসস্থাপন করা কথাটির নানাবিধ অর্থের মধ্যে আমাদের বুঝতে হবে যে, সন্তানদের প্রতি ভালবাসা দেখানোর অর্থ হলো আমাদের জীবনে তাদের অস্তিত্বের জন্য তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা। তাই, পিতামাতা হিসাবে আমাদের যথাযথ প্যারেন্টিং দক্ষতার কলাকুশলী অর্জন করতে হবে বাবা-মা হওয়ার বেশ আগেই।

ছেলেমেয়েরা চায় তাদের পরিবারের মধ্যে একটি সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকুক যে পরিবেশ ভালবাসা, স্নেত মমতা এবং নিরাপত্তার বলয়ে আবদ্ধ। এটা তাদের ভাল থাকার ওপর একটি সুপ্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। মনে রাখবেন আমার সম্মানিত ভাইয়েরা, সন্তানদের যে ব্যাক্তিত্ব গড়ে ওঠে, তার অনেকটা বাড়ীর পরিবেশেরই এক প্রতিচ্ছবি বলে প্রতিভাত হয়। সন্তানদের ভেতরে বিশুদ্ধ মূল্যবোধ বাবা-মাই একটু একট করে ভেতরে গেঁথে দেন। সুরা আত তাহরিমের ৬ নম্বর আয়াতে মহা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

অর্থঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে"।

একজন বাবা-মা'র কাজ এখানেই। ছেলেমেয়েদের বাবা-মা'র সার্বক্ষণিক নির্দেশনা চাই। আমাদের এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে যে, আমাদের সন্তানেরা যেন সে ধরণের চিন্তা এবং কাজ থেকে দূরে থাকে যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে অপ্রিয়। আর তাই, পরিবারের মধ্যে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরী করা খুবই জরুরী।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আরও কিছু পদক্ষেপ আছে যা সন্তান-সন্ততির জীবনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির জন্য নেয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ পরিবারের মধ্যে ইতিবাচক শব্দের ব্যবহার করা। আপনার সন্তানকে তার প্রচেষ্টার জন্য উৎসাহ দিয়ে কথা বলুন, এবং তার অর্জনের জন্য প্রশংসা করুন তা সে যত ছোট অর্জনই হোক না কেন। একজন শিশুর কাছে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা ও সমাদরের চেয়ে ভাল এবং অধিক মূল্যবান কথা আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ তারা যখন কিছু বলতে চায় তখন আমাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনতে হবে। তারা এখন কি করছে বা প্রতিদিনের কাজে কি

নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে তা জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে তাদেরকে দেখান যে তাদের প্রতি আপনার আগ্রহ কতটা। আমরা যে তাদের কথা শুনতে আগ্রহী এটা তারই নিদর্শন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

পিতামাতার দায়িত্ব সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তা পালক পরিবার ও দত্তক পরিবারের জন্যও প্রযোজ্য। আমরা হয়ত এমন অনেক ছেলেমেয়ের কথা শুনেছি যাদেরকে তাদের নিজেদের পরিবার পরিত্যাগ কর। কিন্তু তাদের জন্যও নিরাপত্তা এবং পিতা-মাতা বা কোন পরিবারের কাছ থেকে ভালোবাসার প্রয়োজন আছে। আমাদের মধ্যে কেউ যদি এই মহৎ ইচ্ছার কথা বিবেচনা করতে পারেন, তাহলে তিনিও এই সব শিশুদের জীবনকে সুন্দর করতে পিতা বা মাতার ভূমিকা রাখতে পারেন।

সামাজিকভাবে আমরা পালক বা দত্তক পরিবারের ভূমিকা নিয়ে তাদের জীবনে আনন্দ ফিরিয়ে দিতে পারি। অসংখ্য মুসলিম ছেলেমেয়ে আছে যাদের প্রয়োজন আমাদের মনোযোগ ও পারিবারিক স্নেহ-ভালোবাসা। সাময়িকভাবে নিরাপত্তা দিলেও তা তাদের জীবনে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। ইসলাম যে সকল মহৎ কাজকে উৎসাহিত করে এটাও তার অংশ। নবী (সঃ)এর একটি কথার অর্থ এই রকমঃ "যে পিতামাতাহীনের দেখাশুনা করে, তা সে আত্মীয় হোক বা না হোক, সে

এবং আমি একসঙ্গে জান্নাতে থাকব।" এই কথা বলে তিনি তার দুই আঙ্গুল তুলে ইশারায় দুইজনের প্রতি ইঙ্গিত করেন। (ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদীস)

সামাজিকভাবে করা আমাদের সকল প্রচেষ্টা যেন ভাল কাজের অংশ হয়, এবং তার জন্য আমরা যেন পরকালে পুরস্কৃত হই। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا

ٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَٱلأَمْنَ وَٱلأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.